যোয়েলের গ্রন্থ এবং লাওদিকীয় সেভেন্থ-ডে অ্যাডভেন্টিস্ট চার্চ - নম্বর একুশ

Jeff Pippenger
2025-12-31

নম্বর একুশ

> আর যে সময় থেকে প্রতিদিনের বলিদান অপসারিত হবে, এবং উজাড়কারী ঘৃণ্য বস্তু স্থাপিত হবে, সেই সময় থেকে এক হাজার দুই শত নব্বই দিন হবে। দানিয়েল ১২:১১।

১৮৪৪ সালের ২২ অক্টোবর থেকে, যারা সত্যের বাণীকে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করতে ইচ্ছুক, তাদের কাছে ভবিষ্যদ্বাণীমূলক সময়ের প্রয়োগ আর ভবিষ্যদ্বাণীর সঠিক প্রয়োগ নয়। একাদশ পদে উল্লিখিত ১২৯০ বছরের সময়কালকে ১৮৪৪ সালের পর একটি প্রতীকী সময়কাল হিসেবে প্রয়োগ করতে হবে; এবং ১৮৪৪-পরবর্তী এই প্রয়োগ, বা ‘সময়’ উপাদানবিহীন একটি সময়কাল হিসেবে যে প্রয়োগই হোক, তা ১৮৪৪ সালের আগে যেভাবে সত্যকে বোঝা হয়েছিল সেই মৌলিক উপলব্ধিকে অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে। ১২৯০ দ্বারা ৩০-এর একটি সময়কাল, তারপরে ১২৬০ বোঝানো হয়েছে। ১৮৪৪ সালের আগে যে উপলব্ধি ছিল তা হলো, ৫০৮ থেকে ৫৩৮ পর্যন্ত ত্রিশ বছর প্রতিখ্রিস্টের ৫৩৮ থেকে ১৭৯৮ পর্যন্ত শাসন শুরু করার প্রস্তুতির সময়কালকে নির্দেশ করে।

ত্রিশ বছরের এই রূপান্তরই ২ থেসালোনিকীয়-এ পৌলের আলোচ্য বিষয়। পৌল ‘সময়’ উপাদানের কোনো উল্লেখ করেননি, কিন্তু তিনি ঐ ত্রিশ বছরে পৌত্তলিকতা পোপতন্ত্রকে জায়গা করে দেওয়ার ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বৈশিষ্ট্যগুলি শনাক্ত করেন। এরপর পোপীয় শাসন শুরু হয়। সময়ের কোনো উপাদান ছাড়াই ঐতিহাসিক বোঝাপড়া বাইবেলীয় ভবিষ্যদ্বাণীর চতুর্থ রাজ্য থেকে পঞ্চম রাজ্যে রূপান্তরকে চিহ্নিত করে; এর পরপরই দুটি পোপীয় রক্তস্নানের মধ্যে প্রথমটি ঘটে, এবং এভাবে এটি ষষ্ঠ রাজ্য থেকে ড্রাগন, পশু ও মিথ্যা নবীর ত্রিবিধ সংযুক্তিতে রূপান্তর—এবং দ্বিতীয় পোপীয় রক্তস্নান—কে প্রতীকায়িত করে।

ত্রিশ বছরের প্রস্তুতি, যার পরে একটি ভবিষ্যদ্বাণীমূলক সময়কাল আসে, তা ঈশ্বরের নির্বাচিত জাতির সঙ্গে তাঁর চুক্তির একটি প্রধান প্রতীক। ত্রিশ বছরের সময়ে দুই শক্তির পালাবদল, যার পরে ১২৬০ বছরের নিপীড়ন আসে, তা খ্রিস্টের ত্রিশ বছরের প্রস্তুতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যার পরে ১২৬০ দিনের পরিত্রাণ আসে। খ্রিস্টবিরোধীর ত্রিশ বছরের প্রস্তুতি ছিল খ্রিস্টের ত্রিশ বছরের প্রস্তুতির প্রতারণামূলক অনুকরণ। ত্রিশ বছরের সমাপ্তি হয় খ্রিস্টের বাপ্তিস্মকালে তাঁর ক্ষমতায়নকে, নয়তো ৫৩৮ সালে খ্রিস্টবিরোধীর ক্ষমতায়নকে চিহ্নিত করে। খ্রিস্টবিরোধীর ক্ষমতায়ন এসেছিল পূর্ববর্তী রাজ্যের কাছ থেকে প্রাপ্ত অর্থনৈতিক ও সামরিক সমর্থন থেকে, আর খ্রিস্টের ওপর যে শক্তি বর্ষিত হয়েছিল তা এসেছিল সেই পূর্ববর্তী রাজ্য থেকেই, যা তিনি ত্রিশ বছর আগে ত্যাগ করেছিলেন।

দুই সময়কালের মধ্যবর্তী বিভাজনটি একটি ক্ষমতাপ্রদান দ্বারা চিহ্নিত হয়, এবং আব্রাম ও পল উপস্থাপিত ওই দুই সময়কালের বিভাজনটি সহজ তুলনায়ই ধরা পড়ে। আব্রাম ও পলের ত্রিশ বছরের পার্থক্যে, প্রস্তুতির সময়কাল ছিল প্রথম ত্রিশ বছর, যা চুক্তির প্রক্রিয়ার

প্রতনিধিত্বি করছেলি এবং যা আব্রামরে বংশধরদরে মসিরে দাসত্ব সম্পর্কে ভবষি্যদ্বাণী পূরণ করতে ক্ষমতা দয়িছেলি। চারশো ত্রশি বছররে আরও একটি প্রতীকী বভিাজন রয়ছে; যথাযথ ব্যাখ্যায় প্রথম দুইশ পনরে বছর ঈশ্বররে প্রতনিধিি এবং ফরোউনরে মাধ্যমে প্রতনিধিত্বি করা হয়। যোসফেরে সময়ে এবং প্রথম দুইশ পনরে বছরে ছলিনে ভাল ফরোউন, আর মূসার সময়ে এবং দ্বতিীয় দুইশ পনরে বছরে ছলিনে খারাপ ফরোউন।

ওই বভিাজন চার প্রজন্মরে দুটি পর্যায়কে চহি্নতি কর। প্রথম চার প্রজন্মকে দ্বতিীয় চার প্রজন্মরে ওপর সারি ধরে সারি বসানো যায়, এবং এভাবে করলে ভবষি্যদ্বাণীমূলক আলফা ও ওমগো হসিবেে যোসফে ও মোশে এক জন ভালো আলফা ফরোউন ও এক জন মন্দ ওমগো ফরোউনরে সঙ্গে সম্পর্কতি হয়। এ সমান্তরাল ববিচেনা থকেে বড় অন্তর্দৃষ্টি পাওয়া যায়, কন্িতু আমি কিবেল এটাই নর্িদশে করছি যি চেতুর্থ প্রজন্ম সম্বন্ধে আব্রামরে ভবষি্যদ্বাণী ৪৩০ বছররে মধ্যে চার প্রজন্মরে দুই সাক্ষীকে চহি্নতি কর। চার প্রজন্মরে দ্বতৈ উপস্থাপনা আদপিুস্তকরে চার ও পাঁচ অধ্যায়রে বংশলতকিায় পাওয়া যায়। যখন আমরা কাইন ও শঠেকে বংশধারার তালকিার সূচনা হসিবেে ধর,ি তখন দখেি শঠে থকেে নোহ পর্যন্ত আট প্রজন্ম আছ,ে এবং মাঝখানে ভাগ করলে চার প্রজন্মরে দুটি পর্যায়রে একটি উপস্থাপনা দখো যায়। এটি শঠে ও কাইন উভয়রেই আট প্রজন্মরে ধারায় দখো যায়।

চার ও পাঁচ নম্বর অধ্যায়রে বংশতালকিাগুলি এমনভাবে উপস্থাপতি যে বংশরখোর সমাপ্তি নোয়াহে গয়িে ঠকে। নোয়াহ মানবজাতরি সঙ্গে ঈশ্বররে চুক্তরি প্রতীক, যা রংধনু দ্বারা নর্িদশেতি। আব্রাম নর্িবাচতি জাতরি সঙ্গে ঈশ্বররে চুক্তরি প্রতীক, যার চহি্ন খতনা। এই দুই চুক্তি সর্বদা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত, এবং আদি পুস্তকরে ১১ অধ্যায়—যখোনে নোয়াহরে প্লাবনরে পরপরই আমরা বাবলেরে মনিার দখে—িসখোনইে আব্রামরে দকিে নয়িে যাওয়া বংশতালকিা উপস্থাপতি হয়ছে। ঐ অংশে প্রজন্মরে সংখ্যা দশ, আট নয়। যে অংশটি আব্রামরে দকিে নয়িে যায় এবং যে অংশটি নোয়াহরে দকিে নয়িে যায়, উভয় ক্ষত্রেইে নোয়াহীয় ও আব্রাহামীয় চুক্তি উপস্থাপতি হয়ছে।

একটি নর্িবাচতি জাতকিে সম্বোধন করা এগারোতম অধ্যায়রে অনুচ্ছদে আমরা দখে,ি সইে প্রজন্মগুলোর মধ্যে দুটি মহা আলোয় পরপিূর্ণ।

> এবর চৌত্রশি বছর বয়সে পলেগেকে জন্ম দলিনে: আর পলেগেকে জন্ম দওেয়ার পরে এবর আরও চারশ ত্রশি বছর বাঁচলনে, এবং পুত্র ও কন্যাদরে জন্ম দলিনে। আর পলেগে ত্রশি বছর বয়সে রউেকে জন্ম দলিনে। আদপিুস্তক ১১:১৬-১৯।

ইবরেরে উল্লখেটাই সইে হব্রিু শব্দরে প্রথম উল্লখে, যা পরবর্তীতে ‘হব্রিু’ নামে পরচিতি হয়। নর্িবাচতি এক জাতরি বংশতালকিায় দশ জন বংশধররে একজনরে নাম রাখা হয় ‘হব্রিু’, যে নামে সইে নর্িবাচতি জাতি পরচিতি হওয়ার কথা ছলি। তনিটি পদে ইবরে ও পলেগেরে নাম ব্যবহার করা হয়ছে নর্িবাচতি হব্রিু জাতরি স্বতন্ত্রতা চহি্নতি করত। ‘ইবর’ে অর্থ ‘অতক্রিম’ বা ‘যে অতক্রিম কর’ে, এবং এটইি ‘হব্রিু’ শব্দরে উৎসমূল। আব্রাম হলনে তাঁদরে প্রতীক, যারা বাবলি থকেে প্রতশ্রিুত দশেে অতক্রিম করে যায়। ‘পলেগ’ে অর্থ ‘বভিাগ’ বা ‘বভিক্ত’ি; উৎপত্তি ১০:২৫-এ যমেন উল্লখে আছ,ে সখোনে বলা হয়ছে যে পলেগেরে দনিে ‘পৃথবিী বভিক্ত হয়ছেলি’।

ইবরে ও পলেগে ভাববাদী এক বভিাজনরে প্রতনিধিত্বি কর,ে তাদরে জন্য যারা সত্যরে বাক্যকে যথাযথভাবে বভিক্ত করতে চান। নোয়াহরে বংশতালকিায় আটজন করে দুটি বংশরখো দখো যায়, যা দুটি চার-প্রজন্মরে সটেকে প্রতনিধিত্বি কর;ে যমেন মশিরে ৪৩০

বছরও একই বিষয় প্রতীকায়িত করে। আদিপুস্তকের একাদশ অধ্যায়ের বংশতালিকাটি আট নয়, দশ দ্বারা চিহ্নিত, কারণ সেটি নির্বাচিত জাতির বংশতালিকা। নির্বাচিত জাতিকে পাঁচ করে দুই দলে বিভক্ত করা হয়েছে, ফলে তা দশ কুমারীর দৃষ্টান্তের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যা ঈশ্বরের চুক্তিবিদ্ধ জনগণের দৃষ্টান্ত।

সেই নির্বাচিত জাতির বংশতালিকায়, পেলেগের নাম এবং তার ঐতিহাসিক পূর্তি জ্ঞানী ও মূর্খ কুমারীর দুই শ্রেণির একটি বিভাজনকে নির্দেশ করে— ঠিক সেই বাইবেলীয় মুহূর্তে, যখন বাবেলের মিনারের ঘটনায় পৃথিবী বিভক্ত হয়েছিল। দশজনের তালিকায় পেলেগ পঞ্চম, কারণ সেটিই দশের মধ্যবিন্দু। ইব্রী এবের, যিনি আব্রামের দ্বারা প্রতীকায়িত, এমন এক মূর্খ কুমারীকে নির্দেশ করেন, যে অতিক্রম করে জ্ঞানী কুমারীতে পরিণত হয়— যখন মধ্যরাত্রির আর্তনাদে দুই শ্রেণি পৃথক হয়। এবের— নামের দিক থেকে প্রথম ইব্রী— চুক্তির দ্বারা প্রথম ইব্রী আব্রামকে প্রতিনিধিত্ব করে। যখন প্রভু আব্রামকে বাবিল থেকে ডেকে বের করে আনলেন, তা মধ্যরাত্রির আর্তনাদের বার্তাকে প্রতীকায়িত করেছিল; আর সেটিই দ্বিতীয় স্বর্গদূতের ক্ষমতায়ন, যিনি পুরুষ ও নারীকে বাবিল থেকে বেরিয়ে আসতে আহ্বান করেন।

দশ কুমারীর দৃষ্টান্তটি এবের ও পেলেগের মাধ্যমে উপস্থাপিত হয়েছে; তারা বেরিয়ে আসার আহ্বানকে প্রতিনিধিত্ব করে, আর পেলেগের বিভাজনরেখা পরীক্ষাকালের দরজা বন্ধ করার ঠিক আগে স্থাপিত হয়। ভবিষ্যদ্বাণীমূলক সম্পর্কের ক্ষেত্রে, এবের ৪৩০ বছর বাঁচলেন; আর পেলেগ বাঁচলেন ৩০ বছর। আব্রামের ত্রিখণ্ড চুক্তির প্রথম ধাপটি এবের ও পেলেগ দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছিল। আব্রামকে এবের হিসেবে, এবং পেলেগকে দুই শ্রেণির মধ্যে বিভাজনরেখা হিসেবে চিত্রিত করা হয়। আব্রামের ভবিষ্যদ্বাণীতে পৌলের সংযোজনই এবেরের ভবিষ্যদ্বাণীতে পেলেগের সংযোজন। এবের ৪০০ বছর ঘোষণা করেছিলেন, কিন্তু পেলেগ ৪৩০ বছর চিহ্নিত করেছিলেন। অতএব পেলেগ পৌলকে প্রতিনিধিত্ব করতেন; ৪০০ বছরের সঙ্গে ৩০ বছর যোগ করাটা ছিল পৌলের সংযোজন; আর পৌলের প্রচারকার্য ছিল বাইবেলীয় ভবিষ্যদ্বাণীর “পেলেগ”-কে সনাক্ত করা। পৌল যে বাইবেলীয় ভবিষ্যদ্বাণীর “পেলেগ”-কে সনাক্ত করেছিলেন, তা জাতির আক্ষরিক অবস্থা থেকে আধ্যাত্মিক অবস্থায় বিভাজনকে প্রতিনিধিত্ব করেছিল।

শেম থেকে পেলেগ পর্যন্ত পাঁচজন বংশধর আছে, আর রু থেকে আব্রাম পর্যন্তও পাঁচজন আছে।

> তিনি আব্রামকে বললেন, “নিশ্চয় জেনে রেখো, তোমার বংশধররা যে দেশে তাদের নয়, সেই দেশে পরদেশী হবে; তারা তাদের দাসত্ব করবে, এবং তারা চারশ বছর ধরে তাদের ওপর অত্যাচার করবে।” উৎপত্তি ১৫:১৩।
>
> এখন আব্রাহাম ও তাঁর বংশকে প্রতিজ্ঞাগুলি করা হয়েছিল। তিনি বলেননি, ‘বংশদের কাছে,’ যেন অনেকের কথা; বরং ‘তোমার বংশের কাছে,’ যেন একজনের কথা—আর সেই বংশ হল খ্রিস্ট। আর আমি এই বলি: ঈশ্বর কর্তৃক খ্রিস্টে পূর্বে নিশ্চিত করা সেই চুক্তিকে, চারশ ত্রিশ বছর পরে আসা ব্যবস্থা বাতিল করতে পারে না, যাতে প্রতিজ্ঞা অকার্য হয়। কারণ যদি উত্তরাধিকার ব্যবস্থার দ্বারা হয়, তবে তা আর প্রতিজ্ঞার দ্বারা নয়; কিন্তু ঈশ্বর প্রতিজ্ঞার দ্বারা তা আব্রাহামকে দিয়েছিলেন। গালাতীয়দের ৩:১৬-১৮.

ত্রিশ বছর বয়সী

যীশু যখন তাঁর সেবা শুরু করেন, তখন তাঁর বয়স ছিল ত্রিশ বছর।

> আর যীশু নিজেই তখন প্রায় ত্রিশ বছর বয়সের ছিলেন; তিনি (যেমন মনে করা হতো) যোসেফের পুত্র, আর যোসেফ ছিলেন হেলির পুত্র। লূক ৩:২৩।

যোসেফ ত্রিশ বছর বয়সে মিশরে ফারাওয়ের সেবা করতে শুরু করলেন।

> আর যোসেফ যখন মিশরের রাজা ফারাওয়ের সামনে দাঁড়ালেন, তখন তাঁর বয়স ছিল ত্রিশ বছর। তারপর যোসেফ ফারাওয়ের উপস্থিতি থেকে বের হয়ে সমগ্র মিশর দেশে পরিভ্রমণ করলেন। উৎপত্তি ৪১:৪৬।

নবী ইজেকিয়েল ত্রিশ বছর বয়সে তাঁর সেবাকর্ম শুরু করেন, এবং তাঁর সেবাকর্ম চলেছিল বাইশ বছর।

> এমন ঘটল যে ত্রিশতম বছরে, চতুর্থ মাসের পঞ্চম দিনে, যখন আমি কেবার নদীর তীরে বন্দীদের মধ্যে ছিলাম, তখন স্বর্গ উন্মুক্ত হলো, এবং আমি ঈশ্বরের দর্শনসমূহ দেখলাম। ইজেকিয়েল ১:১।

ইজেকিয়েলের রচনায় অন্য যে কোনো নবীর তুলনায় বেশি ঐতিহাসিক উল্লেখ রয়েছে। ইজেকিয়েলের রচনায় নির্ণয়ে তারিখের তেরোটি সরাসরি উল্লেখ আছে, এবং বাইবেল গবেষক ও ইতিহাসবিদরা অজান্তেই নিশ্চিত করেন যে তাঁর সেবাকাল বায়িশ বছর জুড়ে বিস্তৃত ছিল, যদিও তাঁরা জানেন না যে বায়িশ এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের প্রতীক।

রাজা দাউদ রাজত্ব শুরু করার সময় তাঁর বয়স ছিল ত্রিশ বছর, এবং তিনি চল্লিশ বছর রাজত্ব করেছিলেন।

> দাউদের বয়স ছিল ত্রিশ বছর, যখন তিনি রাজত্ব শুরু করেছিলেন, এবং তিনি চল্লিশ বছর রাজত্ব করেছিলেন। হেব্রোনে তিনি যিহূদার উপর সাত বছর ছয় মাস রাজত্ব করেছিলেন: আর যিরূশালেমে তিনি সমগ্র ইস্রায়েল ও যিহূদার উপর তেত্রিশ বছর রাজত্ব করেছিলেন। ২ শমূয়েল ৫:৪, ৫।

দাউদের শাসনের চল্লিশ বছরটি একটি প্রতীকী সংখ্যা, এবং ৪০-এর এই সময়কাল আবরাম ও পৌলের ৪৩০ বছরের মতো, কারণ এই চল্লিশ বছর দুটো অংশে বিভক্ত (সাড়ে সাত বছর এবং তেত্রিশ বছর)। দাউদের চল্লিশ বছরের শাসনের ওই দুই পর্বে একটি অতিরিক্ত ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ধাঁধা রয়েছে, কারণ আরেকটি বাইবেলীয় সাক্ষ্য ওই দুই পর্বকে সাত বছর ও তেত্রিশ বছর হিসেবে লিপিবদ্ধ করে। দ্বিতীয় শমূয়েলে যে অতিরিক্ত ছয় মাস আছে, তা কী নির্দেশ করে, এবং ৭.৫ ও ৩৩ মিলে ৪০ হয় কীভাবে? ছয় মাসের একটি ওভারল্যাপ আছে, যা নিশ্চয়ই একটি ভবিষ্যদ্বাণীমূলক সত্যের প্রতিনিধিত্ব করে।

> আর ইস্রায়েলের উপর দাউদের রাজত্বের দিনগুলি ছিল চল্লিশ বছর: তিনি হিব্রোনে সাত বছর রাজত্ব করেছিলেন, এবং জেরুসালেমে তেত্রিশ বছর রাজত্ব করেছিলেন। ১ রাজাবলি ২:১১।

২২ একটি প্রতীকী সংখ্যা, যা ঈশ্বরত্ব ও মানবতার সমন্বয়কে নির্দেশ করে, এবং ইজেকিয়েলের সেবাকর্ম বাইশ বছর স্থায়ী ছিল। যোসেফের চৌদ্দ বছর দুইটি সাত বছরের পর্বে বিভক্ত; খ্রিস্টের চুক্তির সপ্তাহ দুইটি সমান ১২৬০ দিনের পর্বে বিভক্ত; আর দাউদের চল্লিশ বছরের রাজত্ব দুই পর্বে বিভক্ত, এবং এই দুই পর্বকে সংযুক্ত করতে একটি অতিরিক্ত প্রতীক রয়েছে।

যীশু নবী, যাজক এবং রাজা। অন্তিম কালে তিনি তাঁর বিজয়ী কলসিয়াকে নিশানরূপে উচ্চে তুলে ধরবেন, এবং সেই কলসিয়ার প্রতিনিধিত্ব করেন খ্রিস্ট—নবী, যাজক ও রাজা—যিনি তাঁর ঈশ্বরত্বকে মানুষের সঙ্গে একীভূত করেছেন; এই মানবীয় দিকের প্রতিনিধিত্ব করেন নবী ইজেকিয়েল, যাজক যোসেফ এবং রাজা দাউদ। চারটি প্রতীক সেই তিন জন বীরকে নির্দেশ করে, যাদের স্বাভাবিকের চেয়ে সাতগুণ বেশি তাপানো চুল্লিতে নিক্ষেপ করা হয়েছিল; তারপর সেখানে চতুর্থজন আবির্ভূত হলেন, এবং তিনি ঈশ্বরের পুত্রের ন্যায় ছিলেন। নেবূকদ্নেজরের সোনার মূর্তির উৎসবে সারা বিশ্বের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিল, এবং তারা সবাই দেখল যে বিজয়ী কলসিয়া একজন মানব নবী, একজন মানব যাজক ও একজন মানব রাজাকে নিয়ে গঠিত, এবং তা চতুর্থ ঐশ্বরিক ব্যক্তির দ্বারা সমর্থিত।

> "শয়তান পৃথিবীকে বন্দী করে রেখেছে। সে একটি মূর্তিপূজার বিশ্রামের দিন চালু করেছে, এবং প্রকাশ্যে এটিকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছে। এই মূর্তিপূজার বিশ্রামের দিনের জন্য সে খ্রিস্টীয় জগতের শ্রদ্ধা-ভক্তি প্রভুর বিশ্রামের দিন থেকে চুরি করে নিয়েছে। জগৎ নত হয় এক ঐতিহ্যের কাছে, মানুষ-প্রণীত এক আদেশের কাছে। যেমন নেবূখদ্নেজর দুরার সমভূমিতে তার সোনার মূর্তি স্থাপন করে নিজেকে উচ্চে তুলেছিল, তেমনি শয়তান এই মিথ্যা বিশ্রামের দিনে নিজেকে উচ্চে তোলে, যার জন্য সে স্বর্গীয় পরিচ্ছদ চুরি করে নিয়েছে।" রিভিউ অ্যান্ড হেরাল্ড, ৮ মার্চ, ১৮৯৮।

সংখ্যা চার

ভবিষ্যদ্বাণীমূলক স্তরে, চল্লিশ হলো আব্রামের চারশোর দশমাংশ, আর চার হলো চল্লিশের দশমাংশ। চার সংখ্যায় যে কোনো ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়, তা চল্লিশের প্রতীকী অর্থের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে, এবং সেটি পাল্টা চারশোর প্রতীকী অর্থের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। প্রসঙ্গত, চার প্রায়ই "বিশ্বব্যাপী" বোঝায়, এটি পরিচিত ধারণা; কিন্তু এটি "একটি অগ্রগতি"ও বোঝায় এবং কিছু প্রসঙ্গে "ধাপে ধাপে ধ্বংস"ও বোঝায়।

সাতটি তূর্যের প্রথম চারটি পশ্চিম রোমের পর্যায়ক্রমিক ধ্বংসকে নির্দেশ করে। কনস্টান্টিনোপলে পূর্ব রোমের সমাপ্তি ঘটে চার অটোমান সুলতানের কাছে বশ্যতা স্বীকার করার মধ্য দিয়ে। ধাপে ধাপে পূর্ব ও পশ্চিম রোম চারটি পর্যায়ে ক্রমে ভেঙে পড়ে, যা চারটি তূর্য দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করে; একই সঙ্গে পঞ্চম ও ষষ্ঠ তূর্যের ইসলামের মাধ্যমে তাদের পতনও ত্বরান্বিত হয়। একত্রে এই দুটি রেখা তূর্যের চার প্রজন্ম জুড়ে রোমের পতনকে চিহ্নিত করে, আর ইসলামের সঙ্গে ক্রমবর্ধমান যুদ্ধ চূড়ান্ত পরিণতিতে পৌঁছায়, যখন ইসলামের চার সুলতান রাজ্যের ওপর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করে। পশ্চিম ও পূর্বের ইতিহাস শুরু হয় ৩৩০ খ্রিস্টাব্দে কনস্টান্টিনের সাম্রাজ্য বিভাজনের মাধ্যমে।

পশ্চিম রোমের চারটি তূর্য ৩৩০ সালে শুরু হয়, আর পঞ্চম ও ষষ্ঠ তূর্য সেই শক্তিকে প্রতিনিধিত্ব করে যা পূর্ব রোমকে পতিত করে; আর পূর্ব রোমও ৩৩০ সালেই শুরু হয়েছিল। ৫৩৮ সালে পোপীয় ক্ষমতাকে পৃথিবীর সিংহাসনে বসানোর কাজে পূর্ব ও পশ্চিম—উভয় রোমই ভূমিকা রেখেছিল; অতএব পশ্চিম ও পূর্বের এই দুই ধারা যুক্তরাষ্ট্রের দুই শিংকে প্রতীকায়িত করে, যা রবিবারের আইন প্রয়োগের সময় পোপীয় ক্ষমতাকে আবার সিংহাসনে বসাবে। ভবিষ্যদ্বাণীমূলক প্রেক্ষাপটে পশ্চিম রোম ধর্মশক্তির প্রতীক, আর পূর্ব রোম রাষ্ট্রশক্তির প্রতীক।

পশ্চিম ও পূর্ব রোমের পতনের ইতিহাসের মধ্যে পাপাল রোমের ইতিহাস উপস্থাপিত হয়েছে। এফেসুস দ্বারা প্রতিনিধিত্বকৃত শিষ্যদের গির্জা দিয়ে শুরু করে, প্রথম তিনটি গির্জা চতুর্থ গির্জার দিকে নিয়ে যায়, যা ৫৩৮ থেকে ১৭৯৮ সাল পর্যন্ত পোপতন্ত্রকে নির্দেশ করে। প্রকাশিত বাক্য ত্রয়োদশ অধ্যায়ে বলা হয়েছে, ১৭৯৮ সালের মারাত্মক আঘাত 'রবিবারের আইন'-এ নিরাময় হওয়ার পর পোপতন্ত্র ৪২ মাস রাজত্ব করবে। ১৮৪৪ সালের পরে 'সময় আর নেই', তাই ৪২ মাস 'রবিবারের আইন' থেকে মিখায়েল দাঁড়াবেন পর্যন্ত নির্যাতনের সময়ের প্রতীক। অগ্রদূতেরা বুঝতেন যে গির্জাগুলি, সীলমোহরগুলি এবং তূরীগুলি পরস্পর সমান্তরালভাবে চলা ইতিহাসের তিনটি ধারাকে প্রতিনিধিত্ব করে। পশ্চিম রোমের ভবিষ্যদ্বাণীমূলক সাক্ষ্যকে পূর্ব রোমের ধারা এবং পাপাল রোমের ধারার ওপর আরোপ করা মিলারাইটদের ব্যবহৃত কোনো ভবিষ্যদ্বাণীমূলক প্রয়োগ ছিল না, কিন্তু এই কৌশলটি তাদের প্রতিষ্ঠিত কোনো উপলব্ধির সঙ্গে বিরোধ করে না।

লাইন-পর-লাইন, প্রথম চারটি তূর্যধ্বনি পঞ্চম ও ষষ্ঠ তূর্যধ্বনিতে উপস্থাপিত ইতিহাসের ওপর আরোপ করা হবে, এবং এরপর প্রথম তিনটি গির্জার সেই লাইন, যা চতুর্থ গির্জা দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা পোপীয় নির্যাতনের সময়ের দিকে নিয়ে যায়। এক লাইনে চারটি তূর্যধ্বনি, দ্বিতীয় লাইনে চারজন সুলতান, আর তৃতীয় লাইনে চারটি গির্জা। সংখ্যা "চার" সমগ্র পৃথিবীকে নির্দেশ করে, তবে এটি নাগরিক বা ধর্মীয়—যে কোনো এক—ক্ষমতার ধাপে ধাপে ধ্বংসকেও নির্দেশ করে। এটি কী নির্দেশ করে, তা প্রসঙ্গ দ্বারা নির্ধারিত হয়।

রবিবারের আইন জারি হলে পোপীয় ক্ষমতা পুনঃস্থাপিত হয়। পোপতন্ত্র প্রথমবার ক্ষমতা পাওয়ার পূর্বে তিরিশ বছরের একটি প্রস্তুতির সময়কাল ছিল। প্রথম চারটি গির্জার মধ্যে চতুর্থ গির্জা পোপতন্ত্রকে নির্দেশ করে, আর প্রথম গির্জা ছিল শিষ্যদের, যা এফেসুস নামে উপস্থাপিত। খ্রিস্টীয় গির্জার প্রথম তিন প্রজন্ম চতুর্থ গির্জা থাইয়াতিরায় গিয়ে পৌঁছায়, যা ইজেবেল দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছে। থাইয়াতিরার সময়ে, ৫৩৮ সালে, অর্লিয়ঁর কাউন্সিলে একটি রবিবারের আইন প্রণীত হয়েছিল; এবং এভাবেই যুক্তরাষ্ট্রের রবিবারের আইনকে চিহ্নিত করা হয়, যখন ১৭৯৮ সালের মারণঘাতী ক্ষত সেরে ওঠে।

১৭৯৮ সাল থেকে যুক্তরাষ্ট্রের রবিবার আইন পর্যন্ত ইতিহাসটি প্রথম চারটি কলিসিয়া দ্বারা প্রতীকায়িত হয়েছে। চতুর্থ কলিসিয়া থুয়াতিরা রবিবার আইন এবং তার পরবর্তী পোপীয় নির্যাতনকে নির্দেশ করে। প্রথম প্রেম হারানো প্রথম কলিসিয়া এফেসুস, চার-ধাপের ক্রমবর্ধমান ধ্বংসের পরিণতিতে, অর্থাৎ থুয়াতিরার রবিবার আইনের সময়, সমাপ্ত হয়েছিল। থুয়াতিরার রবিবার আইনের দিকে যে প্রজন্ম নেতৃত্ব দেয়, তা হল পার্গামোসের তৃতীয় প্রজন্ম। থুয়াতিরা করুণাকালের অবসান পর্যন্ত রবিবার আইনের প্রতিনিধিত্ব করে, এবং পার্গামোস থুয়াতিরার পথ প্রস্তুতকারী তৃতীয় প্রজন্মের আপসকে প্রতিনিধিত্ব করে। পার্গামোসের তৃতীয় প্রজন্ম এবং তার প্রতিনিধিত্ব করা সেই আপস প্রথম পূর্ণতা পায় কনস্টান্টাইনের সময়ে; তিনি ৩২১ সালে সর্বপ্রথম রবিবার আইন প্রণয়ন করেন। যুক্তরাষ্ট্র এফেসুসের মেষশাবক হিসেবে শুরু করেছিল, কিন্তু যখন এটি থুয়াতিরাকে আবার সিংহাসনে বসায়, তখন এটি ড্রাগনের মতো কথা বলে।

প্রকাশিত বাক্যের প্রথম চারটি মণ্ডলী যুক্তরাষ্ট্রের ক্রমাগত ধ্বংসকে উপস্থাপন করে। বাইবেলীয় ভবিষ্যদ্বাণীর ষষ্ঠ রাজ্যের ক্রমাগত ধ্বংস চার প্রজন্ম জুড়ে ঘটে, যা রবিবারের আইনে গিয়ে পৌঁছায়; সেখানে পৃথিবীর পশু ড্রাগনের মতো কথা বলে। শেষ প্রজন্মকে ড্রাগন দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছে, যা একটি সরীসৃপ, যেমন এডেন উদ্যানেও ছিল; আর এই কারণেই বাপ্তিস্মদাতা যোহন ও যীশু উভয়েই প্রাচীন ইস্রায়েলের শেষ প্রজন্মকে

‘বিষধর সাপের প্রজন্ম’ বলে অভিহিত করেছিলেন।

চতুর্থ ও শেষ প্রজন্ম হয় "নির্বাচিত প্রজন্ম", যা এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারকে প্রতিনিধিত্ব করে, নয়তো এর প্রতিপক্ষ, "বিষধরদের প্রজন্ম"। এক শ্রেণি খ্রিস্টের প্রতিমূর্তি গড়ে তুলছে, অন্যটি পশু—সর্পের প্রতিমূর্তি। "বিষধরদের প্রজন্ম" ঈশ্বরের বাক্যে সরাসরি চারবার উল্লেখ করা হয়েছে। প্রতিটি উল্লেখের প্রেক্ষাপট ভিন্ন।

> কিন্তু যখন তিনি বহু ফরীশী ও সদূকীকে তাঁর বাপ্তিস্মের কাছে আসতে দেখলেন, তখন তিনি তাদের বললেন, হে সাপের বংশ, আগত ক্রোধ থেকে পলায়ন করতে তোমাদের কে সতর্ক করেছে? মথি ৩:৭।

যদি ‘বিষধর সাপের জাত’ কথাটি কেবলই দু-একটি সম্প্রদায়ের মানুষকে নিয়ে যোহনের অপছন্দসূচক কিছু অবমাননাকর মন্তব্য হতো, তবে ঐ অভিব্যক্তি সম্পর্কে বলার মতো তেমন কিছু থাকত না। কিন্তু ঈশ্বরের বাক্যে প্রতিটি শব্দই পবিত্র, তাই যোহন সদূকী ও ফারিসীদের ওপর একটি নির্দিষ্ট আখ্যা আরোপ করেছিলেন। সেই আখ্যাটি যেখানে ব্যবহৃত হয়েছে, সেই অংশের প্রেক্ষাপটই তা ভবিষ্যদ্বাণীমূলকভাবে সংজ্ঞায়িত করে। ঐ পাঠাংশে প্রথমে দেখা যায়, যোহন তাঁর সেবা সম্পাদন করছেন; এরপর সদূকী ও ফারিসীরা বিবরণে প্রবেশ করে। প্রারম্ভিক পদগুলোতে যোহনকে ইসায়ার ‘অরণ্যে কণ্ঠস্বর’ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

> সে সময়ে বাপ্তিস্মদাতা যোহন যিহূদিয়ার মরুভূমিতে এসে প্রচার করতে লাগলেন এবং বললেন, ‘তোমরা পশ্চাত্তাপ করো; কারণ স্বর্গের রাজ্য আসন্ন।’
>
> কারণ তিনি সেই জন, যার বিষয়ে ভবিষ্যদ্বক্তা ইশাইয়া বলেছিলেন যে,
>
> অরণ্যে আর্তনাদকারীর কণ্ঠস্বর, তোমরা প্রভুর পথ প্রস্তুত করো, তাঁর পথগুলো সোজা করো।
>
> আর সেই যোহনের পরিধেয় ছিল উটের লোমের বস্ত্র, এবং তাঁর কোমরে ছিল চামড়ার কোমরবন্ধ; আর তাঁর খাদ্য ছিল পঙ্গপাল ও বুনো মধু।
>
> তখন তাঁর কাছে গেল যিরূশালেম, সমগ্র যিহূদিয়া, এবং যর্দনের চারপাশের সব অঞ্চল। আর তারা নিজেদের পাপ স্বীকার করে যর্দনে তাঁর দ্বারা বাপ্তিস্ম গ্রহণ করল। কিন্তু যখন তিনি দেখলেন যে অনেক ফরীশী ও সদূকি তাঁর বাপ্তিস্মে এসেছে, তিনি তাদের বললেন, হে বিষধর সাপের জাত, আসন্ন ক্রোধ থেকে পালাতে তোমাদের কে সাবধান করেছে? মথি ৩:২–৭।

প্রাচীন ইস্রায়েলের শেষ প্রজন্মকে মরুভূমি থেকে আগত এক নবীর দ্বারা 'বিষধর সাপের বংশ' বলে অভিহিত করা হয়েছে। যোহন সেই নবী, যিনি মালাখির দূত হিসেবে চুক্তির দূতের জন্য পথ প্রস্তুত করার ভূমিকা পূরণ করেছিলেন; আর সেই চুক্তির দূতই ছিলেন ইশাইয়া কর্তৃক চিহ্নিত 'মরুভূমিতে আহ্বানকারী কণ্ঠস্বর'।

আমরা যদি "পাতা"কে একটি প্রতীক হিসেবে বিবেচনা করি, তবে দেখি যে তা "স্বীকারোক্তি"কে বোঝায়। প্রথম উল্লেখটি আদম ও হাওয়ার ক্ষেত্রে, যারা তাদের অধার্মিকতা ডুমুর পাতায় ঢেকেছিল। তারা আগে আলোর বস্ত্র, ধার্মিকতার বস্ত্র পরেছিল; কিন্তু তা চলে গেলে তারা বুঝল যে তারা নগ্ন লাওদিকিয়াবাসী, যারা মনে করে তাদের যা করতে হবে তা হলো "স্বীকারোক্তির পাতাগুলির" আড়ালে লুকোনো, তাহলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

পাঠ্যাংশে আরও পরে, যোহন সরাসরি লাওদিকিয়ার ইহুদিদের বিরুদ্ধে কথা বলেন, যারা নিজেদের রক্ষার জন্য আব্রাহামের রক্তসূত্রের উপর ভরসা করছিল, কারণ তাদের এই ধৃষ্টতা ছিল নিছক ফাঁকা "স্বীকারোক্তির পাতাগুলি"। একজন মানুষের পোশাক বোঝায় তিনি কে।

গাছ মানুষ ও রাজ্যসমূহের প্রতীক, এবং ফল, ডাল, বীজ, মাটি, জল, শিকড় এবং স্বাভাবিকভাবেই পাতা—এসবই নিজ নিজভাবে নির্দিষ্ট ভবিষ্যদ্বাণীমূলক প্রতীক। তবে এই প্রতিটি সত্য ভবিষ্যদ্বাণীর নানান ধারায় উপস্থাপিত অন্যান্য প্রতীকের সঙ্গেও যুক্ত, যেখানে 'গাছ' প্রতীকটি গঠনে ভবিষ্যদ্বাণীমূলক প্রতীকসমূহ ব্যবহৃত হয়। অবশ্যই, গাছের প্রথম ভবিষ্যদ্বাণীমূলক প্রতীকার্থ হলো—এটি জীবন-মরণের এক পরীক্ষার প্রতিনিধিত্ব করে।

যোহনের বার্তা তিনি যে পোশাক পরতেন ও যে খাদ্য খেতেন তার দ্বারা প্রকাশিত হয়। ভবিষ্যদ্বাণীমূলক খাদ্য—যেমন প্রাচীন ইস্রায়েলের শুরুতে মান্না, বা শেষে স্বর্গীয় রুটি—খেতে হবে। এই খাদ্য এমন এক ভবিষ্যদ্বাণীমূলক পরীক্ষা-স্বরূপ বার্তার প্রতিনিধিত্ব করে, যা খেয়ে গ্রহণ করতে হয়, কারণ এটি খ্রিস্টের দেহ ও তাঁর রক্ত। যোহন যে পোশাক পরতেন এবং যে খাদ্য খেতেন, তা বার্তাকে এবং সেই দূতকে চিহ্নিত করে, যিনি খ্রিস্টের পথ প্রস্তুত করছিলেন। যোহন সেই চূড়ান্ত দূতের প্রতিরূপ, যিনি খ্রিস্টের পথ প্রস্তুত করেন—খ্রিস্টই হলেন চুক্তির দূত, যিনি রবিবারের আইনের সময় হঠাৎ তাঁর মন্দিরে আসেন। যখন তা ঘটবে, তখন মূর্খ কুমারীরা—যারা একই সঙ্গে লাওদিকীয় এবং আগাছা-তুল্য—আব্রাহামের বংশে চুক্তির জনগণ বলে যারা নিজেদের ঘোষণা করে, তাদের চূড়ান্ত চতুর্থ প্রজন্মকে প্রতিনিধিত্ব করবে; যেমন ফারিসি ও সদূকিরাও করছিল, যখন যোহন মরুভূমি থেকে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

জন উটের লোমের পোশাক এবং এমন এক চামড়ার কোমরবন্ধ পরতেন, যাতে হার্নেসের মতো সংযুক্তি ছিল—যেমন জোয়াল পরানো কৃষপশুদের থাকে। তিনি খেতেন, আর তাই তাঁর বার্তা ছিল পঙ্গপাল সম্পর্কে—ধর্মগ্রন্থে ইসলামের এক প্রধান প্রতীক—আর তিনি তাঁর ইসলামের বার্তাকে মধুর সঙ্গে মিশিয়ে দিতেন।

> ইস্রায়েলের লোকেরা তার নাম রাখল 'মান্না'; তা ছিল ধনিয়া বীজের মতো, সাদা; আর তার স্বাদ ছিল মধু দিয়ে তৈরি পাতলা রুটির মতো। নির্গমন ১৬:৩১।

মান্না ঈশ্বরের বাণীর প্রতীক, এবং এর স্বাদ ছিল মধুর মতো—যাকে নবীরা সেই বার্তার স্বাদ হিসেবে বর্ণনা করেন, যে বার্তাটি নবীদের খেতে দেখা যায়। জন পঙ্গপাল এবং উটের চামড়া ও উটের লোমের কোমরবন্ধ দ্বারা প্রতীকায়িত ইসলামের বার্তা নিয়ে এসেছিলেন। পঙ্গপাল এবং উট—উভয়ই ইসলামের প্রতীক। ইসলামের সেই বার্তাটি ঈশ্বরের বাণীর যে দীপ্তি 'মধু' হিসেবে প্রতীকায়িত, তার সঙ্গে মিশ্রিত ছিল।

> তখন যোনাথন বললেন, আমার পিতা দেশকে বিপদে ফেলেছেন; দয়া করে দেখুন, আমি এই মধুর একটু স্বাদ নিয়েছি বলে আমার চোখ কীভাবে উজ্জ্বল হয়েছে। ১ শমূয়েল ১৪:২৯।

যোহন কেবল ইসলামের কোনো বার্তার প্রতিনিধিত্ব করেননি; বরং তিনি এলিয়াহের মতোই অরণ্য থেকে এসেছিলেন। আর যোহন মধু খাননি, তিনি খেতেন বুনো মধু; কারণ তিনি, খ্রীষ্টের মতোই, তৎকালীন প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে প্রশিক্ষিত ছিলেন না—যাদের নিজেদের মধুসদৃশ বার্তা ছিল, যা ফারিসি ও সদূকীদের খামির দ্বারা প্রতীকায়িত ছিল। যোহন

অরণ্যের মধু খেতেন, কারণ তিনি তাঁর সময়ের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর বাইরে পবিত্র আত্মা দ্বারা প্রশিক্ষিত হয়েছিলেন। সেই সময়ের প্রচলিত কোমরবন্ধে একটি কবজা-সদৃশ ব্যবস্থা থাকত, যাতে মানুষ তাদের উটের লোমের পোশাকটি বেঁধে রাখত। সেই কবজাটি যোহনের প্রতীক; তিনি ছিলেন পার্থিব থেকে স্বর্গীয় পবিত্রস্থানের দিকে মোড়ফেরার কেন্দ্রবিন্দু।

> দুইটি যুগের মধ্যে সংযোগসূত্র ছিলেন নবী যোহন। ঈশ্বরের প্রতিনিধি হিসেবে তিনি আইন ও নবীদের সঙ্গে খ্রিস্টীয় যুগের সম্পর্কটি তুলে ধরতে এগিয়ে এসেছিলেন। তিনি ছিলেন ক্ষুদ্রতর আলো, যার পরে আরও বৃহত্তর আলো আসার কথা ছিল। যোহনের মন পবিত্র আত্মা দ্বারা আলোকিত হয়েছিল, যেন তিনি তাঁর জনগণের উপর আলো ছড়াতে পারেন; কিন্তু যীশুর শিক্ষা ও উদাহরণ থেকে যে আলো উৎসারিত হয়েছিল, পতিত মানবজাতির উপর ততটা স্পষ্টভাবে আর কোনো আলো কখনও জ্বলে ওঠেনি, আর কখনও জ্বলবে না। ছায়াময় বলিদানগুলিতে প্রতীকীভাবে যেভাবে খ্রিস্ট ও তাঁর মিশন উপস্থাপিত ছিল, তা মাত্র অস্পষ্টভাবেই বোঝা গিয়েছিল। এমনকি যোহনও উদ্ধারকর্তার মাধ্যমে প্রাপ্ত ভবিষ্যৎ, অমর জীবন সম্পূর্ণভাবে অনুধাবন করেননি। The Desire of Ages, 220.

জনের 'হিঞ্জ গার্মেন্ট'টি খ্রিস্টের বাপ্তিস্মের ঠিক সেই মুহূর্তে উপস্থাপিত হয়, যা ছিল মোড় ঘোরানোর মুহূর্ত; এটি প্রতীকায়িত হয়েছে সেই স্থান দিয়ে যেখানে জন বাপ্তিস্ম দিচ্ছিলেন। সেই স্থানটির নাম ছিল বেথাবারা, যার অর্থ 'ফেরি পারাপার', এবং ঠিক সেই স্থান দিয়েই প্রাচীন ইস্রায়েল মরুভূমি থেকে বেরিয়ে প্রতিশ্রুত দেশে প্রবেশ করেছিল, যেমন জনও মরুভূমি থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন।

অবশ্যই, এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের আন্দোলনকেই যোহন প্রতিনিধিত্ব করছেন, কিন্তু আমরা শুধু এই কথা দেখিয়ে দিচ্ছি যে, যখন যিশু বাপ্তিস্ম গ্রহণ করছিলেন, তখন তিনিও যোহন সেই প্রজন্মকেই 'সর্পসন্তানদের প্রজন্ম' বলছিলেন। যিশু এসেছিলেন ঈশ্বরের দশ আদেশের আইনকে মহিমান্বিত করতে, এবং বাইবেলের প্রতিটি শব্দ তিনি অনুপ্রাণিত করেছেন; তাই যখন তিনি প্রাচীন ইস্রায়েলের শেষ প্রজন্মকে সর্পসন্তানদের প্রজন্ম বলে আখ্যা দেন, তিনি ভালো করেই জানেন যে দ্বিতীয় আদেশ তৃতীয় ও চতুর্থ প্রজন্মে কার্যকর হওয়া বিচারের কথা নির্দেশ করে।

তৃতীয় ও চতুর্থ প্রজন্ম একটি ক্রমবর্ধমান বিচারের প্রতিনিধিত্ব করে, যা চতুর্থ প্রজন্মে গিয়ে শেষ হয়; আর সেই চতুর্থ প্রজন্মই সর্পসন্তানদের প্রজন্ম। খ্রিষ্টের বাপ্তিস্ম ৯/১১-কে প্রতীকায়িত করে। লাওদিকীয় সপ্তম-দিবস অ্যাডভেন্টিস্ট প্রজন্মটি তখন থেকে তার চূড়ান্ত প্রজন্মে রয়েছে। ফারিসি ও সদূকিদের প্রতি যোহনের বার্তাই ছিল লাওদিকীয় বার্তা।

> কিন্তু যখন তিনি দেখলেন যে ফরীশী ও সাদূকীদের অনেকেই তাঁর বাপ্তিস্মে আসছে, তখন তিনি তাদের বললেন,
>
> হে সর্পের বংশধরগণ, আসন্ন ক্রোধ থেকে পালাতে তোমাদের কে সতর্ক করেছে?
>
> সুতরাং অনুতাপের উপযুক্ত ফল ফলাও; আর নিজেদের মনে এ কথা ভাবো না, 'আমাদের পিতা আব্রাহাম আছেন।'

> কারণ আমি তোমাদের বলছি, ঈশ্বর এই পাথরগুলো থেকে আব্রাহামের জন্য সন্তান সৃষ্টি করতে সক্ষম।
>
> আর এখন কুড়ালও গাছগুলোর মূলের কাছে রাখা হয়েছে; তাই যে প্রতিটি গাছ ভালো ফল আনে না, তা কেটে ফেলা হয় এবং আগুনে নিক্ষেপ করা হয়। আমি তো অনুতাপের জন্য তোমাদের জলে দিয়ে বাপ্তিস্ম দিচ্ছি; কিন্তু যিনি আমার পরে আসছেন তিনি আমার চেয়ে শক্তিমান, আমি তাঁর জুতো বহন করারও যোগ্য নই; তিনি তোমাদের পবিত্র আত্মা ও আগুন দিয়ে বাপ্তিস্ম দেবেন। তাঁর হাতে ঝাড়নি আছে, তিনি নিজের খলিহান সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার করবেন এবং তাঁর গম গোলায় জড়ো করবেন; কিন্তু তিনি তুষকে অপ্রশম্য অগ্নি দিয়ে জ্বালিয়ে দেবেন।
>
> তখন যীশু গালিলি থেকে যর্দন নদীর তীরে যোহনের কাছে এলেন, তাঁর দ্বারা বাপ্তিস্ম গ্রহণ করতে। মথি ৩:৭-১৩।

যীশু গালিলি থেকে এলেন, যা যোহনের কোমরবন্ধের কবজা ও বেথাবারার অর্থের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ একটি মোড় নেওয়ার প্রতীক ছিল। তখন পথ প্রস্তুত করার যোহনের কাজ বদলে গেল চুক্তি নিশ্চিত করার খ্রিস্টের কাজে। তিরিশ বছরের প্রস্তুতি শেষ হলো এবং ক্রুশের পূর্বে ও পরে সাড়ে তিন বছর শুরু হলো।

যোহনের বার্তা ছিল জেরুজালেমের ধ্বংসে আসন্ন ক্রোধ সম্পর্কে একটি সতর্কতা; এমন এক ধ্বংস যা একই সঙ্গে জগতের শেষ এবং সাতটি শেষ প্লেগেরও প্রতিনিধিত্ব করে। সেই সতর্কতামূলক বার্তাটি ইসলামের প্রেক্ষাপটে স্থাপিত ছিল, এবং এটি এমন একজন মানুষের দ্বারা প্রদান করা হয়েছিল, যিনি শুধু 'পথ প্রস্তুতকারী দূত'-সম্পর্কে মালাখির কথা এবং 'অরণ্যে কণ্ঠস্বর'-সম্পর্কে যিশাইয়াহর ভবিষ্যদ্বাণী পূরণই করেননি, বরং এলিয়াহর বার্তাও বহন করেছিলেন; কারণ যোহনের পোশাক যেমন এলিয়াহরটির সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ ছিল, তেমনি যোহনের বার্তাও এলিয়াহর বার্তার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ ছিল।

> তিনি তাদের বললেন, তোমাদের সাক্ষাতে যে লোকটি তোমাদের সঙ্গে দেখা করতে উঠে এসেছিল এবং তোমাদের এই কথা বলেছিল, সে কেমন লোক ছিল? তারা তাঁকে উত্তর দিল, তিনি লোমশ মানুষ এবং তাঁর কোমরে চামড়ার কটিবন্ধ বাঁধা ছিল। তিনি বললেন, তিনি তিষ্বীয় এলিয়াহ। ২ রাজাবলি ১:৭, ৮।

যদি তারা এলিয়ার নয়, যোহন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করত, "তিনি কেমন মানুষ ছিলেন?"—তাহলে উত্তরে বলা হত, "একজন লোমশ মানুষ, এবং কোমরে চামড়ার করধনী বাঁধা।" শেষে তথা চতুর্থ প্রজন্মকে যেখানে স্পষ্টভাবে চিহ্নিত ও সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে, সেই অংশেই যোহনের সমগ্র ছয় মাসব্যাপী সেবাকর্ম উপস্থাপিত হয়েছে। তাদের উদ্দেশে লাওদিকিয়ার বার্তাটি ঈশ্বরের চুক্তিবদ্ধ জাতি হওয়ার তাদের দাবিটিকেই সরাসরি আক্রমণ করে; এটি গাছগুলোর শেকড়ে কুঠার নেমে আসার চিত্রে যেমনটি দেখানো হয়েছে, তেমনি আসন্ন রোষের বিষয়ে তাদের সতর্ক করে। সেই বার্তায় এটিও অন্তর্ভুক্ত ছিল যে, যোহনের সাথে শুরু হওয়া পরীক্ষা-প্রক্রিয়ার সমাপ্তি খ্রীষ্ট করবেন। পরে মথিতে, যীশু ইহুদিদেরও "বিষধরের সন্ততি" বলে আখ্যা দেন, এবং তিনি যোহনের "গাছ কেটে ফেলো"র বিষয়টি থেকে ভাবনাটিকে তুলে নিয়ে কেন তা হবে তার ব্যাখ্যা করেন।

> হয় গাছকে ভালো করো, আর তার ফলকে ভালো করো; নয় গাছকে খারাপ করো, আর তার ফলকে খারাপ করো; কারণ গাছ তার ফল দিয়েই চেনা যায়। হে বিষধর সাপের বংশ, তোমরা মন্দ হয়ে কী করে ভালো কথা বলবে? কারণ হৃদয়ের আধিক্য থেকেই মুখ কথা

> বলে। ভালো মানুষ তার হৃদয়ের ভালো ভাণ্ডার থেকে ভালো জিনিস বের করে; আর মন্দ মানুষ তার মন্দ ভাণ্ডার থেকে মন্দ জিনিস বের করে। কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, মানুষ যে প্রত্যেক নিষ্ফল কথা বলবে, বিচার-দিবসে তার হিসাব দিতে হবে। কারণ তোমার কথার দ্বারাই তুমি ধার্মিক গণ্য হবে, এবং তোমার কথার দ্বারাই তুমি দোষী সাব্যস্ত হবে। মথি ১২:৩৩–৩৭।

দ্বিতীয় আজ্ঞা অনুযায়ী, বিচারের দিন চতুর্থ প্রজন্মে আসে। বিচার নির্ভর করে আমরা যে বার্তা বলি তার ওপর, এবং সেই বার্তা আমাদের হৃদয় থেকে বেরিয়ে আসে। আমরা যে বার্তা বলি, সেটিই চিহ্নিত করে আমরা পিতরের "নির্বাচিত প্রজন্ম", নাকি "বিষধরদের প্রজন্ম"। উভয় শ্রেণিই একটি পরীক্ষার প্রক্রিয়ার শেষে প্রকাশ পায়, যেখানে খ্রিস্ট ধুলো ঝাড়ার লোকের মতো তাঁর মেঝে পরিষ্কার করেন। দশ কুমারীর উপমায় তেলের মতোই, বার্তাটি হয় মন্দ হৃদয়, নয়তো উত্তম হৃদয় দ্বারা প্রতিনিধিত্ব পায়। খ্রিস্টের উল্লেখে আরও জানায় যে এই বিষধরদের প্রজন্ম, যা চতুর্থ ও শেষ প্রজন্ম, একটি চিহ্নের সন্ধান করে; এবং তাদের যে একমাত্র চিহ্ন দেওয়া হবে, তা ছিল যোনার চিহ্ন।

> তখন শাস্ত্রবিদদের ও ফারিসিদের মধ্যে কয়েকজন উত্তর দিয়ে বলল, গুরু, আমরা তোমার কাছ থেকে একটি নিদর্শন দেখতে চাই। কিন্তু তিনি উত্তরে তাদের বললেন, দুষ্ট ও ব্যভিচারী এক প্রজন্ম নিদর্শন খোঁজে; এবং এই প্রজন্মকে কোনো নিদর্শন দেওয়া হবে না, ভাববাদী যোনার নিদর্শন ছাড়া: কারণ যোনা যেমন তিন দিন ও তিন রাত তিমি মাছের পেটে ছিল, তেমনি মনুষ্যপুত্র তিন দিন ও তিন রাত পৃথিবীর অন্তরে থাকবে। নিনিভের লোকেরা এই প্রজন্মের সঙ্গে বিচারের সময় উঠবে এবং এটিকে দোষী সাব্যস্ত করবে; কারণ তারা যোনার প্রচারে অনুতাপ করেছিল; আর দেখ, এখানে যোনার চেয়েও মহান একজন আছেন। দক্ষিণ দেশের রানি এই প্রজন্মের সঙ্গে বিচারের সময় উঠবে এবং এটিকে দোষী সাব্যস্ত করবে; কারণ তিনি শলোমনের প্রজ্ঞা শুনতে পৃথিবীর দূরতম প্রান্ত থেকে এসেছিলেন; আর দেখ, এখানে শলোমনের চেয়েও মহান একজন আছেন। মথি ১২:৩৮-৪২।

খ্রিস্ট ইহুদিদেরকে বিষধর সাপের বংশ বলে উল্লেখ করেছিলেন, এবং তিনি যোনার বার্তা ও সলোমনের প্রজ্ঞার বার্তাকে বিচার সম্পর্কিত উদাহরণ হিসেবে ব্যবহার করেন। প্রসঙ্গ অনুযায়ী এবং দুই সাক্ষীর সাক্ষ্যে যীশু চিহ্নিত করছেন যে বিষধর সাপের বংশ হলো চতুর্থ প্রজন্ম, কারণ বিচার সম্পন্ন হয় চতুর্থ প্রজন্মেই।

এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারই হলো ধ্বজা, অর্থাৎ অন্তিম দিনসমূহের চিহ্ন, যেমন ঈশ্বরের আইন ও সাবাথও তাই। ইয়োনার নিদর্শন হলো পুনরুত্থানের নিদর্শন, যা খ্রিস্টের যুগে ইহুদিদের জন্য ছিল তাঁর বাপ্তিস্ম, যখন পবিত্র আত্মা পায়রারূপে নেমে এসেছিলেন। “ইয়োনা” মানে “পায়রা।” ইয়োনা, প্রকাশিত বাক্যের যোহন, দানিয়েল, যোসেফ এবং লাজারুস এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারকে প্রতিনিধিত্ব করেন, যারা সাড়ে তিন দিন রাস্তার মধ্যে মৃত অবস্থায় পড়ে থাকার পর পুনরুত্থিত হয়। তখন তাদের লাওদিকিয়ান অবস্থা থেকে ফিলাডেলফিয়ান অবস্থায় রূপান্তরিত হতে হবে, এবং তাতে তারা “সাতের মধ্যকার অষ্টম”-এ পরিণত হবে। ইয়োনা বাপ্তিস্মকে নির্দেশ করে, কারণ তাকে পানিতে নিক্ষেপ করা হয়েছিল এবং তিমি মাছ তাকে গিলে ফেললে তিনি প্রতীকীভাবে মরেছিলেন। পরে তিনি পুনরুত্থিত হয়েছিলেন; যেমন যোহনও, যখন তাকে ফুটন্ত তেল থেকে বের করা হয়েছিল; এবং যেমন দানিয়েল, যখন তাকে সিংহের গুহা থেকে বের করা হয়েছিল; এবং যেমন যোসেফ, যখন তাকে কূপ থেকে তোলা হয়েছিল; যেমন লাজারুস, যে ছিল খ্রিস্টের সময়ে সীলমোহরস্বরূপ

অলৌকিকতা। ইহুদিরা খ্রিস্টের পুনরুত্থানে প্রতিফলিত ইয়োনার নিদর্শনটিকে যতটা স্পষ্ট করে দেখতে পারেনি, অ্যাডভেন্টবাদও ৯/১১-এর নিদর্শনটিকে—যা ইয়োনার নিদর্শন—তার চেয়ে বেশি স্পষ্ট করে দেখে না।

আমরা পরবর্তী প্রবন্ধে এই বিষয়গুলো চালিয়ে যাব।

> এখন ঈশ্বরের লোকেদের—নিকট ও দূরের—কাছে পৌঁছানোর সতর্কবাণীর ভার হলো তৃতীয় স্বর্গদূতের বার্তা। এবং যারা এই বার্তাটি বোঝার চেষ্টা করছেন, প্রভু তাঁদের এমনভাবে বাক্য প্রয়োগ করতে নেতৃত্ব দেবেন না, যা সেই বিশ্বাসের ভিত্তিকে দুর্বল করবে ও স্তম্ভগুলোকে অপসারিত করবে—যে বিশ্বাস সপ্তম-দিবস অ্যাডভেন্টিস্টদের আজকের অবস্থায় গড়ে তুলেছে। ঈশ্বরের বাক্যে প্রকাশিত ভাববাণীর ধারা ধরে আমরা এগিয়ে আসার সাথে সাথে যে সত্যগুলো ক্রমান্বয়ে উন্মোচিত হয়েছে, সেগুলো আজও সত্য, পবিত্র, চিরন্তন সত্য। আমাদের অভিজ্ঞতার অতীত ইতিহাসে যারা ধাপে ধাপে সেই ভূমি অতিক্রম করেছেন, ভাববাণীগুলোতে সত্যের ধারাবাহিকতা দেখে, তাঁরা আলোর প্রতিটি রশ্মি গ্রহণ ও মান্য করতে প্রস্তুত ছিলেন। তাঁরা প্রার্থনা ও উপবাস করতেন, লুকানো ধনের মতো সত্যের জন্য অনুসন্ধান করতেন, খুঁড়ে চলেছিলেন; আর আমরা জানি পবিত্র আত্মা আমাদের শেখাতেন ও পথনির্দেশ করতেন। অনেক তত্ত্ব এগিয়ে আনা হয়েছিল, সত্যের আভাস থাকলেও, ভুলভাবে ব্যাখ্যাত ও ভুলভাবে প্রয়োগিত ধর্মগ্রন্থের সাথে এমনভাবে মিশ্রিত ছিল যে, সেগুলো বিপজ্জনক ভ্রান্তির দিকে নিয়ে গিয়েছিল। আমরা খুব ভালো করেই জানি, কীভাবে সত্যের প্রতিটি দিক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, এবং কীভাবে ঈশ্বরের পবিত্র আত্মা তার ওপর সীলমোহর বসিয়েছিলেন। আর সারাক্ষণ শোনা যেত কণ্ঠস্বর: ‘এখানেই সত্য’, ‘আমার কাছেই সত্য; আমাকে অনুসরণ করো।’ কিন্তু সতর্কবাণী এসেছিল: ‘তোমরা তাদের পিছনে যেও না। আমি তাদের পাঠাইনি, তবু তারা দৌড়েছে।’ (যিরমিয়াহ ২৩:২১ দেখুন।)
>
> "প্রভুর পথনির্দেশ ছিল স্পষ্ট, আর সত্য কী সে বিষয়ে তাঁর প্রকাশ ছিল অত্যন্ত বিস্ময়কর। স্বর্গের প্রভু ঈশ্বর একটির পর একটি বিষয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। যা তখন সত্য ছিল, আজও তাই সত্য। কিন্তু এমন কণ্ঠস্বর শোনা থামে না— 'এটাই সত্য। আমার কাছে নতুন আলো আছে।' কিন্তু ভাববাদী ধারায় এই নতুন 'আলো'গুলো বাক্যকে ভ্রান্তভাবে প্রয়োগের মধ্যেই প্রকাশ পায় এবং ঈশ্বরের লোকেদের এমনভাবে ভাসিয়ে দেয় যে তাদের ধরে রাখার কোনো নোঙর থাকে না। যদি বাক্যের ছাত্ররা ঈশ্বর তাঁর জনগণকে পরিচালনার ধারায় যে সত্যগুলো প্রকাশ করেছেন, সেগুলো গ্রহণ করত, আত্মস্থ করত, হজম করত এবং সেগুলোকে তাদের বাস্তব জীবনে আনত, তবে তারা হতো জীবন্ত আলোর মাধ্যম। কিন্তু যারা নতুন তত্ত্ব অনুসন্ধানে নিজেদের নিয়োজিত করেছে, তাদের মধ্যে সত্য ও ভ্রান্তি মিলেমিশে আছে; আর এগুলোকে প্রাধান্য দেওয়ার চেষ্টা করে তারা দেখিয়ে দিয়েছে যে তাদের প্রদীপ ঐশ্বরিক বেদি থেকে জ্বলেনি, এবং তা অন্ধকারে নিভে গেছে।" নির্বাচিত বার্তাবলি, বই ২, ১০৩, ১০৪।